গৌরবোজ্জ্বল ৫৭ বছর

প্রসপেক্টাস

PROSPECTUS

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ

কুমিল্লা সেনানিবাস

ISPAHANI PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE

Comilla Cantonment

গৌরবোজ্জ্বল ৫৭ বছর

প্রসপেক্টাস

PROSPECTUS

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ

কুমিল্লা সেনানিবাস

ISPAHANI PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE

Comilla Cantonment

E-mail: info@ipsc.edu.bd,
Website: www.ipsc.edu.bd, ipsc.comillaboard.gov.bd

অবস্থান

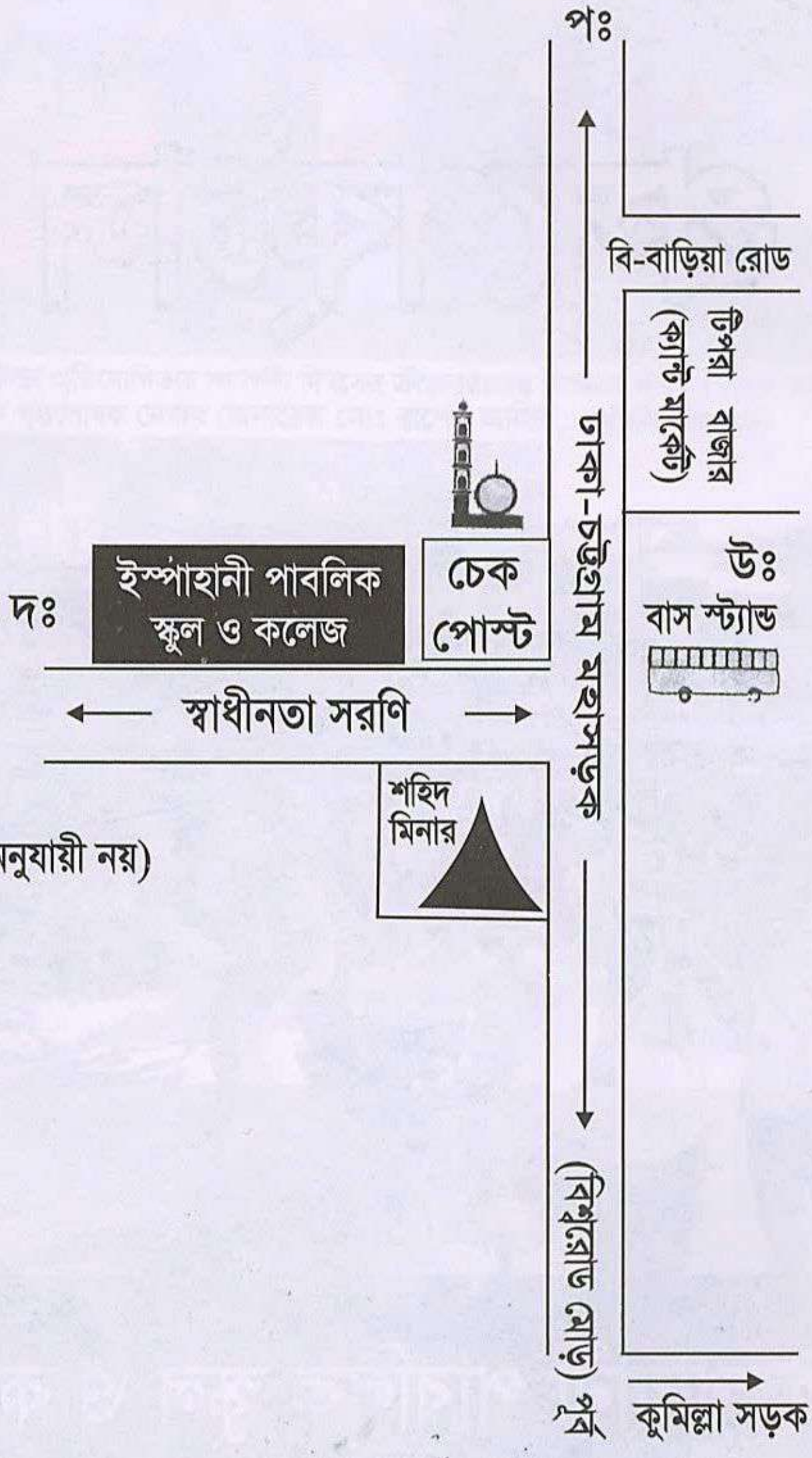
পঃ
বি-বাড়িয়া রোড
টিপরা বাজার
(ক্র্যাট মার্কেট)
উঃ
বাস স্ট্যান্ড
ঢাকা-ত্রিপুরা মহাসড়ক
চেক
পোস্ট
ইস্পাহানী পাবলিক
স্কুল ও কলেজ
দঃ
স্বাধীনতা সরণি
শহিদ
মিনার
(স্কেল অনুযায়ী নয়)
(বিশ্বরোড মোড়)
পূঃ
কুমিল্লা সড়ক

পরিচিতি

শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ সমতট। **ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ** কুমিল্লা মহানগর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে, আদর্শ সদর উপজেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর ইউনিয়নাধীন এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে ময়নামতি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে প্রকৃতির শ্যামল পরিবেশে অবস্থিত। ১০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটির প্রাসাদোপম ভবনসহ ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে। ৫৭ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে ঈর্ষণীয় সাফল্য নিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় **শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ** এমপির উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

প্রতিষ্ঠাকাল ও নামকরণ

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬২ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্ধ-আবাসিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে আবাসিক ব্যবস্থা রহিত করা হয়। ১৯৬৬ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর দানবীর মরহুম মীর্জা আহমেদ ইস্পাহানীর দানে নির্মিত হয় বর্তমান সুরম্য ত্রিতল ভবনটি। তখন থেকে দাতা সদস্যের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় **ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল**। ১৯৭৫ সনের নভেম্বরে কলেজ শাখা চালু করার পর প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ নামকরণ করা হয় **'ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ'**।

রক্তের দামে কিনলো যাঁরা স্বাধীন জন্মভূমি

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ০৭৩০ ঘটিকায় এই প্রতিষ্ঠানের ১১জন শিক্ষককে পাক হানাদার বাহিনী প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস হতে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহিদ শিক্ষকবৃন্দের নাম:

১।	জনাব আবুল কাসেম	-- এম.এ	- উপাধ্যক্ষ
২।	জনাব আজিজুল হক	-- এম.এম, এম এ	- সিনিয়র শিক্ষক
৩।	জনাব আব্দুল জব্বার	-- বি.এ, এম এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৪।	জনাব তাজুল ইসলাম	-- বি.এ, এম এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৫।	জনাব শরফুদ্দিন আহমেদ	-- বি.এসসি, বি-এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৬।	জনাব মোছলেহ উদ্দিন	-- এম.এ, এম এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৭।	জনাব আমির হোসেন	-- বি.এ, বি এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৮।	জনাব আবদুল মালেক	-- বি.এসসি, বি এড	- সিনিয়র শিক্ষক
৯।	জনাব মফিজ উদ্দিন ভূঁইয়া	-- বি.এসসি, বি এড	- সিনিয়র শিক্ষক
১০।	জনাব খাইরুল বাসার	-- চারু ও কারুকলা শিক্ষক	
১১।	জনাব আবদুল মান্নান	-- (খণ্ডকালীন) ধর্মীয় শিক্ষক	

শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

- ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পাবলিক কলেজসমূহের মধ্যে পরপর ৩ বার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি স্থায়ীভাবে লাভ করার গৌরব অর্জন করে।
- ২০০৮ ও ২০০৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৪র্থ ও ৫ম বারের মত ধারাবাহিকভাবে সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি অর্জন করে। এছাড়াও উল্লিখিত সালগুলোতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল্লায় ১ম স্থান অর্জন করে বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি লাভ করে। উল্লিখিত সালে স্কুল ও কলেজ উভয় শাখা ট্রফি লাভের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় ৩য় স্থান লাভের গৌরব অর্জন করে। শুধু শিক্ষা কার্যক্রমেই নয়, সহ-শিক্ষা কার্যক্রমেও ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- ২০১১ সালে আন্ত:পাবলিক স্কুল ও কলেজ গণিত অলিম্পিয়াডে কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। ২০১২ সালে স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালেও কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ধারাবাহিক সাফল্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।
- ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলেজ শাখা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাফল্য অর্জন করে। এছাড়া ২০১২ সালে স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৪ সালে কলেজ পর্যায়ে রানারআপ হওয়ার গৌরব লাভ করে।
- ২০১৪ সালে আন্তঃপাবলিক স্কুল ও কলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় স্কুল শাখা চ্যাম্পিয়ন হয়। একই বছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আন্তঃ পাবলিক স্কুল ও কলেজ রচনা প্রতিযোগিতায় কলেজ শাখায় প্রথম এবং স্কুল শাখায় ২য় স্থান লাভ করে।
- ২০১১ সালে কলেজ পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১২ সালে ৯১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'দ্যা মোস্ট ক্রিয়েটিভ টিম' হওয়ার গৌরব অর্জন করে। কুইজ প্রতিযোগিয়ও জাতীয় পর্যায়ে স্কুল পর্যায়ে ২০১২ সালে ৩য় স্থান অধিকার করে।
- ২০১৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি চ্যাম্পিয়ন হয়।
- ২০১১ সালে আন্ত:কলেজ অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় স্কুল শাখা যথাক্রমে ২০০৮ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১১ ও ২০১২ সালে রানার আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৫ সালে আন্ত:স্কুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং আন্ত:স্কুল অ্যাথলেটিকস্ এ জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করে। শিক্ষা ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত আছে।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ছাত্র-ছাত্রীদের চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলির সার্বিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

২। সুষম ও উদারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। পাঠ্যক্রমভুক্ত বিষয়ের সাথে সাথে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়সমূহে আগ্রহী করে, শিক্ষার্থীদেরকে অধিকতর যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা এবং বোর্ড পরীক্ষায় ভাল ফলাফল নিশ্চিতকরণ।

৩। গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা অর্জন, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো।

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

প্রতিষ্ঠানের নীতি/ মটো : "শিক্ষাব্রতে এসো, সেবার তরে যাও"।

প্রতিষ্ঠানের স্লোগান : রাজনীতি, নকল ও ধূমপান মুক্ত শিক্ষাঙ্গন।

প্রতিষ্ঠানের প্রতীক / মনোগ্রাম : একটি বৃত্তের কেন্দ্রে খোলা পুস্তক, দুই পার্শ্বে ধানের শিষ এবং শীর্ষে ধারণ করে আছে প্রজ্জ্বলিত লাল অনির্বাণ আলোক শিখা, যা অনিরুদ্ধ জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও প্রগতির প্রতীক।

প্রতিষ্ঠানের পতাকা : প্রতিষ্ঠানের পতাকা আয়তাকার, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩ঃ২। পতাকার বাম প্রান্তে লাল, হলুদ ও সবুজ রং এর তিনটি সমান্তরাল ডোরা (Stripe) যথাক্রমে নজরুল, ফজলুল হক ও কুদরাত-ই-খুদা হাউসের রং এর নির্দেশক (House Colour)। অবশিষ্টাংশ হালকা আকাশি রঙের যা প্রতিষ্ঠানের রঙের নির্দেশক (College Colour)। পতাকার মাঝখানে প্রতিষ্ঠানের বৃত্তাকার প্রতীকের অবস্থান।

প্রতিষ্ঠানের রং : হালকা আকাশি।

ভর্তির নিয়মাবলি

প্রতি বছর শূন্য আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স, স্বাস্থ্য, চরিত্র ইত্যাদি দিক বিবেচনা করা হয়। স্কুল শাখায় ভর্তির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর মাসে দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। কলেজ শাখায় এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর সরকারি নিয়মানুযায়ী ভর্তি করা হয়।

ভর্তির আবেদন ফরম

স্কুল শাখায় ভর্তির জন্য ভর্তি ফরম, প্রসপেক্টাস ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ নগদ ৩০০/- (তিন শত) টাকা জমা দিয়ে হিসাব শাখা থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হয়। সেনানিবাস পাবলিক স্কুল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে ভর্তি ফরম ও প্রসপেকটাস এর জন্য ২০০/- (দুই শত) টাকা প্রদান করতে হয়।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

যে শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার পূর্ববর্তী শ্রেণির এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি প্রশ্ন -পাঠ্য পুস্তক ও ব্যাকরণ বই থেকে করা হয়। গণিতের প্রশ্ন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং ৭ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশ থেকে করা হয়। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উপর অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়।

ভর্তি পরীক্ষা

ক) প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তিতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সক্ষমতা যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত ও অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করা হয়। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যদের (কর্মরত/ অব:) সন্তানদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

খ) ২য়-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

গ) ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মানবন্টন : ভর্তি পরীক্ষার সময় ২(দুই) ঘন্টা। ২য়-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর। (এই নম্বর বন্টণ পরিবর্তনযোগ্য)।

একাদশ শ্রেণি ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা অনুসারে ভর্তি করা হয়।

নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীকে ১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র দাখিল করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই ভর্তি হতে হয়। আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করা হয়।

কোর্স সমূহ

প্রথম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকার নির্ধারিত এবং সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজ সমূহের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সহশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। কিন্তু ইংরেজি ভার্শনে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি।

২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংলিশ ভার্শন চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ১০ম-১২শ শ্রেণিতে ইংলিশ ভার্শনে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করছে। তবে ১০ম-১২শ শ্রেণিতে শুধু বিজ্ঞান শাখায় ইংলিশ ভার্শন চালু আছে।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে দিবা শাখা চালু হয়েছে।

নবম ও দশম শ্রেণি : বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু আছে।

বিভিন্ন শাখায় পঠিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

ক) **বিজ্ঞান শাখা** : বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, পরিসংখ্যান, প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস।

খ) **মানবিক শাখা** : বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ভূগোল, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যুক্তিবিদ্যা, ইসলাম শিক্ষা, পরিসংখ্যান।

গ) **ব্যবসায় শিক্ষা শাখা** : বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যান, অর্থায়ন ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন।

সিলেবাস ও পাঠ পরিকল্পনা

সেনানিবাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি দ্বারা তৈরি সিলেবাস ও পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিটি বিষয় সম্মিলিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তিকা আকারে বিতরণ করা হয়। বিষয় শিক্ষকগণ সিলেবাস ও পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে দৈনন্দিন পাঠ পরিধি নির্ধারণ করেন এবং সে অনুসারে শ্রেণি-কক্ষে পাঠদান করেন।

পরীক্ষা ও প্রমোশন

১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি :

মাসিক পরীক্ষা থেকে ২০ এবং পর্বশেষ পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ৮০ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিপর্বের ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। চূড়ান্ত ফলাফল ও মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই পর্বের সর্বমোট নম্বর নেয়া হয়। কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয় না।

৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণি ঃ

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে বহুনির্বাচনি এবং সৃজনশীল অংশে পৃথক পৃথক ভাবে পাস করতে হয়। চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে দুই পর্বে সম্মিলিত প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে পাস করতে হয়।

৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি ঃ

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হয়। ৯ম শ্রেণিতে দুই পর্বের সম্মিলিত নম্বরের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে পাস করলে প্রমোশন দেয়া হয়। দশম শ্রেণির প্রাক নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাস করলে এসএসসি পরীক্ষার দাখিলা ফরমপূরণ করার সুযোগ পায়।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পাস নম্বর

ক)	১ম হতে ৫ম শ্রেণি	ঃ	প্রতি বিষয়ে	৫০%
খ)	৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি	ঃ	প্রতি বিষয়ে	৪৫%
গ)	১১শ হতে ১২শ শ্রেণি	ঃ	প্রতি বিষয়ে	৪০%

পর্ব, ছুটি ও শিক্ষা বর্ষপঞ্জি

শিক্ষাবর্ষ দুইটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিষ্ঠানের পর্ব ও ছুটিসমূহ সেনানিবাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি দ্বারা নির্ধারিত /সমন্বিত। শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই শিক্ষাবর্ষপঞ্জি প্রদান করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

ক্লাসের সময়সূচি

পিরিয়ড	সময়			মন্তব্য
সমাবেশ/মোটিভেশন	০৮১৫-০৮৩০	=	১৫ মিনিট	সমাবেশ ঃ রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবার মোটিভেশন ঃ সোম, বুধবার। ক্লাসের সময়সূচি পরিবর্তনযোগ্য
১ম পিরিয়ড	০৮৩০-০৯১৫	=	৪৫ মিনিট	
২য় পিরিয়ড	০৯১৫-১০০০	=	৪৫ মিনিট	
৩য় পিরিয়ড	১০০০-১০৪৫	=	৪৫ মিনিট	
বিরতি	১০৪৫-১১১০	=	২৫ মিনিট	
৪র্থ পিরিয়ড	১১১০-১১৫৫	=	৪৫ মিনিট	
৫ম পিরিয়ড	১১৫৫-১২৪০	=	৪৫ মিনিট	
৬ষ্ঠ পিরিয়ড	১২৪০-১৩২৫	=	৪৫ মিনিট	
৭ম পিরিয়ড	১৩২৫-১৪১০	=	৪৫ মিনিট	

*** ১ম ও ২য় শ্রেণির ছুটি ঃ ১০৪৫ ঘটিকায়। * ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ক্লাস শুরু ঃ ১১১০ ঘটিকায়। * ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ছুটি ঃ ১৪১০ ঘটিকায়। * ৫ম শ্রেণির ছুটি ঃ ১৩২৫ ঘটিকায়।**

ছাড়পত্র

কোন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়পত্র নিতে হলে অভিভাবককে অধ্যক্ষের বরাবরে নির্ধারিত ফরমে লিখিত আবেদন করতে হয় এবং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করার পর ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাড়পত্র নেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

ECC

লেখাপড়ায় তুলনামূলক দুর্বল ও অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ECC (Extra Care Class) এর ব্যবস্থা রয়েছে। ECC নির্ধারিত ফি অভিভাবকগণ আলাদাভাবে ECC পরিচালকের নিকট নগদ পরিশোধ করবেন, যা পরবর্তীতে তিনি ব্যাংকে জমা রাখবেন। এজন্য প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে, ৮ম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষার পূর্বে এবং নির্বাচনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ECC ও মডেল টেস্টে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার পূর্বে দুইটি মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষাগার

নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে ব্যবহারিক জ্ঞান দানের জন্য মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাপোকরণ সমৃদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস, (আইসিটি) এবং পরিসংখ্যান-এর পরীক্ষাগার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রদর্শকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাগার /বিজ্ঞানাগারের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটি বহুমুখী তথ্যে সমৃদ্ধ। এখানে সাত হাজারের অধিক মূল্যবান পাঠ্য পুস্তকসহ সহায়ক গ্রন্থ এবং দেশি-বিদেশি ম্যাগাজিন ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সংরক্ষিত আছে বাংলা পিডিয়া সিরিজের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সংগ্রহ, গ্রেট বুকস অব ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ৬০ খন্ডের সিরিজ। ইসলামি বিশ্বকোষ সিরিজ, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, চিলড্রেন ব্রিটানিকা, চাইল্ড এনসাইক্লোপিডিয়া রেকর্ড অব আমেরিকা, ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব হায়ার এডুকেশন, সায়েন্স এক্সপ্লোরার সিরিজ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৭ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ১৫ খণ্ড (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত), অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ড এটলাস সিরিজ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সহায়ক গ্রন্থ, রবীন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিম-সমগ্র-রচনাবলি, গণিত অলিম্পিয়াড ও কুইজ বিষয়ক বিভিন্ন বইয়ের সংগ্রহ। এ ছাড়া রয়েছে বিষয়ভিত্তিক অভিধান বাংলা ও ইংরেজি ভার্শনের পাঠ্যপুস্তকগুলোর সর্বশেষ সংস্করণ। ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় পরিবেশে পাঠ নিশ্চিতকরণে ৩৬টি ওয়ার্ক স্টেশন রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য রয়েছে পৃথক টিচার্স কর্নার। লাইব্রেরির সকল বই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ডাটাবেসকৃত (Database) থাকা অনায়াসে ও তাৎক্ষণিকভাবে কাঙ্ক্ষিত বই প্রদান করে পাঠক সেবা নিশ্চিত করা হয়।

এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আলোকিত মানুষ রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম বইপড়া কর্মসূচি লাইব্রেরি থেকে পরিচালনা করা হয়।

কলেজ ক্যান্টিন/ ক্যাফেটেরিয়া

প্রতিষ্ঠানের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যান্টিন কাম স্টেশনারি শপ আছে। সেখানে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি, প্রসাধন সামগ্রী, পানীয় ও স্ন্যাকসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ক্লাস চলাকালীন কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্যান্টিনে যেতে পারে না।

ইস্পাহানী বুকস্ এন্ড স্টেশনারি

ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাকাডেমিক ডায়েরি, ব্যাজ, মনোগ্রাম, খাতা, কলম, বই-পত্র, স্কুলব্যাগ এখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। নির্ধারিত খাতা-পত্র ও ডায়েরি ছাড়া বাজার থেকে ক্রয় করা সামগ্রি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যায় না।

পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক পরিচালিত ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০০০ থেকে চালু করা হয়েছে। এ পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পটি অত্র প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং প্রতি বছরের জন্য চাঁদার হার ১০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ টাকা স্কুল শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের বেতনের সাথে এবং কলেজ শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জুলাই মাসের বেতনের সাথে পরিশোধ করতে হয়।

সুবিধাদি

১। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নকালে কোন ছাত্র-ছাত্রী অকাল মৃত্যুবরণ করলে উল্লিখিত তহবিল থেকে মনোনীত প্রতিনিধিকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে মৃত্যু বা আত্মহত্যা বা ঘোষিত যুদ্ধে মৃত্যু এর আওতায় পড়ে না।

২। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে নিরাপত্তা প্রকল্পে অর্থ দেওয়া হয়। তবে শর্ত যে, শারীরিক অসামর্থতা বা মৃত্যু ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় হতে হয় এবং নির্দিষ্ট বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

চিকিৎসা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানে একজন মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট কর্মরত আছেন। জরুরী ক্ষেত্রে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে কুমিল্লা সিএমএইচ অথবা বাইরের ক্লিনিকের সাহায্য নেওয়া হয়।

Smart Classroom:

বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমের আদলে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পুরো ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আরো চিত্তাকর্ষক ও বাস্তবভিত্তিকভাবে উপস্থাপনের জন্য মাল্টিমিডিয়া, অটোমেটিক ডকুমেন্ট ক্যামেরা, **Interactive white board**, ব্যাক্তিগত **Laptop**, স্পেশালিস্ট সফটওয়্যার, অডিও সিস্টেম, ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক সরঞ্জাম সমৃদ্ধ Smart Classroom ব্যবহার শুরু হয়েছে।

শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থী যোগাযোগ ও সহযোগিতা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এই তিনের সমষ্টিতে শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অভিভাবকদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রহণযোগ্য মতামতগুলো বাস্তবায়ন করে সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমকে কার্যকর ও বেগবান করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক ডায়েরি মূলত শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ডায়েরি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ডায়েরিতে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস ও পরীক্ষার রুটিন, শ্রেণি ও বাড়ির কাজ, ছুটির নোটিশ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি, শৃঙ্খলা, অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে ডায়েরিতে নোটিশ প্রদানে পাশাপাশি SMS (Short Message Service) করে অভিভাকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ক্ষেত্র বিশেষে শ্রেণি শিক্ষকের মাধ্যমে অতিরিক্ত সতর্কপত্র/কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। পিতা-মাতাই শিক্ষার্থীর প্রকৃত অভিভাবক। পিতা-মাতার অবর্তমানে ভরণ-পোষণকারীকে প্রকৃত অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অ্যাকাডেমিক ডায়েরিতে প্রকৃত অভিভাবককে নিজের পরিচিতি ও নমুনা স্বাক্ষর দিতে হয়। অভিভাবকদের সাথে নিরন্তর যোগযোগের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার চলমান। অভিভাবকদেরকে তাদের সন্তানদের অনুপস্থিতি ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিদিন এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি

বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা ও ব্যায়াম ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা ও ক্যারাম ইত্যাদি বিকেলে নির্দিষ্ট সময়ে শরীরচর্চা শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভিন্ন খেলাধূলায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিষয়ের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১। খেলাধূলা ঃ

ছাত্র-ছাত্রীরা স্বীয় প্রতিভা প্রস্ফূটনের পাশাপাশি শারীরিক বিকাশের জন্য ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস, ক্যারাম, দাবা, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিকস ঃ ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘলম্ফ, উচ্চলম্ফ, লৌহগোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ প্রভৃতি খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। সকল প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেয়া হয় এবং হাউস ভিত্তিক মানবন্টন করে হাউসের ফলাফল নির্ধারিত হয়। বছর শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ হাউসকে ট্রফি প্রদান করা হয়।

২। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঃ

ক) হাউসভিত্তিক : বাংলা ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি, বাংলা ও ইংরেজি বক্তৃতা, বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন, আযান, ক্বেরাত, হামদ ও না'ত।

খ) উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঃ রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, আধুনিক গান, লোকসংগীত, এককনৃত্য, দেশাত্মবোধক গান, ছড়া গান ও একক অভিনয়।

গ) বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩। স্কাউট ও বিএনসিসিঃ

প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্কাউট, বি এন সি সি ও গার্লস গাইড গঠন করা হয়।

৪। প্রকাশনা ঃ

প্রতি শিক্ষাবর্ষে একটি উন্নতমানের কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে।

৫। বার্ষিক বনভোজন ঃ

প্রতিবছর শীতকালে সুবিধাজনক সময়ে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিসহ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৬। বার্ষিক অনুষ্ঠান :

প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সারা বছরের যাবতীয় প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ঐ বছরের সার্বিক চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ হাউসকে ট্রফি প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পর ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সকল অভিভাবক ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হন।

৭। শিক্ষা সফর ঃ

প্রতি বছর দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানে বার্ষিক শিক্ষা সফরে গিয়ে থাকে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান, ঐতিহাসিক স্থান ও মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়, তেমনি স্বদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মে। ভূগোল বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনে পৃথকভাবে প্রতি বছর শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৮। জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহের উদযাপন ঃ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস ও শহিদ দিবসসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এছাড়াও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স:), শব-ই-মেরাজ, শব-ই-বরাত, দাতা সদস্য মীর্জা আহমেদ ইস্পাহানীর মৃত্যু দিবস ও **শহিদ শিক্ষক দিবস** পরিপূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে পালন করা হয়। তাছাড়া জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

৯। ধর্মীয় শিক্ষা ঃ

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা এ প্রতিষ্ঠানের মূল শিক্ষার অঙ্গ। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীকে স্ব-স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হয়।

১০। এরিয়া কমান্ডার কর্তৃক অসচ্ছল ও মেধা বৃত্তি প্রদান ঃ

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনায় একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গৌরব, সাফল্য ও কৃতিত্বের ৫০ বছর পূর্তিতে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানে উদযাপন করা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ পিএসসি, জি জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, কুমিল্লা অঞ্চল এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ইস্পানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ। এছাড়াও অনেক উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গুণীজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অডিটোরিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, নবীন ও প্রবীণের ব্যাপক উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান মিলনমেলায় পরিণত হয়। সেতুবন্ধন রচনার এ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য দৃঢ় প্রত্যয় উচ্চারণ করা হয়। বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল (লোটাস-কামাল), এফসিএ, এমপি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করেন।

গৌরবে সৌরভে ঐতিহাসিক বাংলা

২৬ মার্চ ২০১৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা 'গৌরবে সৌরভে ঐতিহাসিক বাংলা' অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশাল আয়োজনে কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী ও ১০০ শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কুমিল্লা সেনানিবাসের রূপাসাগরে প্রদর্শিত এ ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। অনুষ্ঠানটি প্রায় ৮০০০ দর্শক উপভোগ করেন। তাছাড়া এটিএন বাংলা, দেশ টিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল শোভাযাত্রাটি সরাসরি সম্প্রচার করায় বিশ্বের অগণিত দর্শক তা উপভোগ করেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপস্থাপন দেশে-বিদেশে বেশ সমাদৃত হয়।

এস এস সি

সন	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	মোট উত্তীর্ণ	A+ ৫.০০	A ৪.০০-৪.৯৪	A- ৩.৫০-৩.৯৪	B ৩.০০-৩.৪৯	C ২.০০-২.৯৪	D ১.০০-১.৯৪	F ০.০০	পাসের হার
২০১২	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৯২	৯২	৮৬	০৬	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩২	৩২	৩১	০১	০২	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	০৬	০৬	০৩	০৩	-	-	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	২৮	২৮	১২	১৬	০১	-	-	-	-	১০০%
২০১৩	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৯২	৯২	৮৫	০৭	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৬	৩৬	৩০	০৬	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	১৫	১৫	০৫	১০	-	-	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৪১	৪১	৩৪	০৬	০১	-	-	-	-	১০০%
২০১৪	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৯৮	৯৮	৯৪	০৪	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৬	৩৬	২৪	১২	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	২১	২১	০৮	১০	০২	০১	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৩১	৩১	১৭	১৪	-	-	-	-	-	১০০%
২০১৫	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৯৭	৯৭	৯২	০৫	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৪	৩৪	৩৪	-	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	৩২	৩২	-	৩০	০২	-	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৪৩	৪৩	২১	২২	-	-	-	-	-	১০০%
২০১৬	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৯৮	৯৮	৮৭	১১	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৪২	৪২	৪২	-	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	২৯	২৯	০৩	২৩	০৩	-	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	২৪	২৪	-	২৪	-	-	-	-	-	১০০%
২০১৭	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	১৪০	১৪০	১০০	৪০	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৯	৩৯	৩৩	০৫	০১	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	২৩	২৩	-	১৯	০৪	-	-	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৪৬	৪৬	০২	৪০	০৪	-	-	-	-	১০০%

এইচ এস সি

সন	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	মোট উত্তীর্ণ	A+ ৫.০০	A ৪.০০-৪.৯৪	A- ৩.৫০-৩.৯৪	B ৩.০০-৩.৪৯	C ২.০০-২.৯৪	D ১.০০-১.৯৪	F ০.০০	পাসের হার
২০১২	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	১৯৮	১৯৭	১৩৫	৬০	০১	০১	-	-	০১	৯৯.৫%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	১১	১১	০৮	০২	০১	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	৭০	৬৯	১৪	৪৬	০৫	০৩	০১	-	০১	৯৮.৫৭%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৬৬	৬৬	৪৯	১৭	-	-	-	-	-	১০০%
২০১৩	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	১৬৬	১৬৬	১৩৫	৩১	-	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	১৩	১৩	০৯	০৪	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	৬৯	৬৮	১২	৫১	০৩	-	০২	-	০১	৯৮.৫৫
	ব্যবসায় শিক্ষা	৬৫	৬৫	৫০	১৫	-	-	-	-	-	১০০%
২০১৪	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	১৯৫	১৯৫	৯২	৯৮	০৫	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	২০	২০	১২	০৮	-	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	৬৩	৬২	১৯	৩২	০৯	০২	-	-	০১	৯৮.৪১%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৬৪	৬৪	৪৭	১৭	-	-	-	-		১০০%
২০১৫	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	১৯২	১৮৯	৫০	১২৮	১১	-	-	-	০৩	৯৮.৪৩৭%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৪	৩৪	০৪	২৯	০১	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	৭১	৬৯	০৭	৪৭	১০	০৪	০১	-	০২	৯৭.১৮৩%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৭৯	৭৬	০৬	৬৪	০৫	০১	-	-	০৩	৯৬.২০২%
২০১৬	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	২১৪	২১৪	১১৬	৯৭	০১	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৯	৩৯	০৯	২৮	০২	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	১১৬	১১৫	০৭	৫৪	৪৩	১১	-	-	০১	৯৯.১৩৭%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১২৬	১২৬	১২	১০৯	০৫	-	-	-	-	১০০%
২০১৭	বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম)	৩৫৫	৩৫৫	৪১	২৭৫	৩৯	-	-	-	-	১০০%
	বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্শন)	৩৬	৩৬	০৮	২১	০৭	-	-	-	-	১০০%
	মানবিক	১১৯	১১৯	-	৪৬	৪৬	২৫	০২	-	-	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১৩৫	১৩৫	০৬	৭০	৫১	০৭	০১	-	-	১০০%

অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক সমন্বয়

প্রতিষ্ঠানটি কুমিল্লা সেনানিবাসে নিযুক্ত এরিয়া কমান্ডার কুমিল্লা এরিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তা ও বিদগ্ধ সামরিক-বেসামরিক অভিভাবক প্রতিনিধি সহযোগে একটি গতিশীল কার্যকর পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা সুদক্ষভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। নির্বাচিত একজন লে. কর্নেল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উপাধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (পরীক্ষা) এবং স্কুল শাখায় একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ঃ-

১। **স্টাফ কাউন্সিল ঃ**

প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকার সমন্বয়ে স্টাফ কাউন্সিল গঠিত। অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে স্টাফ কাউন্সিলের সভাপতি এবং সর্বসম্মতিক্রমে দুই জন শিক্ষক সম্পাদক এবং সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক সভার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম, উপস্থিতি, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়।

২। **বিভাগীয় প্রধান ও শ্রেণি শিক্ষক ঃ**

প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক ও জ্যেষ্ঠ সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্যে থেকে ভাষা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, কলা ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, সাধারণ বিভাগ এবং ব্যসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য একজন করে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি শ্রেণির জন্য একজন শিক্ষক শ্রেণি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উল্লিখিত শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীর সার্বিক দায়িত্ব পালন ও তদারকি করে থাকেন।

৩। **অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ঃ**

প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানগণ, জ্যেষ্ঠ হাউস মাস্টার, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, উপাধ্যক্ষদ্বয় ও সহকারী প্রধান শিক্ষককে নিয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠিত। অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতি। স্টাফ কাউন্সিল ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া, পরীক্ষা, শৃঙ্খলা, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪। **পরিচালনা পর্ষদ ঃ**

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্থানীয় সেনানিবাসের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। কুমিল্লা এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক মনোনীত একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত সভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল উন্নয়নে পরিচালনা পর্ষদ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫। **সেনানিবাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিঃ**

বাংলাদেশ সেনানিবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত সকল পাবলিক স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রম, মানবন্টন, শিক্ষা বর্ষপঞ্জি, পরীক্ষা, ছুটি ও সহশিক্ষা বিষয়ক সকল কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির দ্বারা সমন্বয় করা হয়। সকল পাবলিক স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ও স্থানীয় সেনানিবাসের সেনা শিক্ষা অফিসার সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ সকল পাবলিক স্কুল ও কলেজ এর কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক/ ইউনিফরম

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হয়। কোন অবস্থায় ইউনিফরম বিহীন কলেজে আসা যাবে না। শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে।

নিম্নে পোশাকের নমুনা বর্ণনা করা হল:

ছাত্রদের পোশাক

(১ম হতে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। হাফ প্যান্ট নেভি ব্লু (পলিস্টার)	১। ফুল প্যান্ট নেভি ব্লু (পলিস্টার)
২। হাফ শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)	২। ফুল শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)
৩। কেড্স (প্লেইন সাদা)	৩। ফুল হাতা ভি-গলা নেভি ব্লু সোয়েটার
৪। মোজা (সাদা প্লেইন)	৪। কেড্স (প্লেইন সাদা)
৫। বেল্ট (কালো প্লেইন)	৫। মোজা (সাদা প্লেইন)
৬। পরিচয়পত্র	৬। বেল্ট (কালো প্লেইন)
৭। নামফলক	৭। পরিচয়পত্র
	৮। নামফলক

(৪র্থ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। ফুল প্যান্ট নেভি ব্লু (পলিস্টার)	১। ফুল প্যান্ট নেভি ব্লু (পলিস্টার)
২। হাফ শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)	২। ফুল শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)
৩। কেড্স (প্লেইন সাদা)	৩। ফুল হাতা ভি-গলা নেভি ব্লু সোয়েটার
৪। মোজা (সাদা প্লেইন)	৪। কেড্স (প্লেইন সাদা)
৫। বেল্ট (কালো প্লেইন)	৫। মোজা (সাদা প্লেইন)
৬। পরিচয়পত্র	৬। বেল্ট (কালো প্লেইন)
৭। নামফলক	৭। পরিচয়পত্র
	৮। নামফলক

(১১শ হতে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। ফুল প্যান্ট কালো (পলিস্টার)	১। ফুল প্যান্ট কালো (পলিস্টার)
২। হাফ শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)	২। ফুল শার্ট সাদা (ট্রেট্রন)
৩। জুতা কালো (অক্সফোর্ড)	৩। ফুল হাতা ভি-গলা নেভি ব্লু সোয়েটার
৪। মোজা (কালো প্লেইন)	৪। জুতা কালো (অক্সফোর্ড)
৫। বেল্ট (কালো প্লেইন)	৫। মোজা (কালো প্লেইন)
৬। পরিচয়পত্র	৬। বেল্ট (কালো প্লেইন)
৭। নামফলক	৭। পরিচয়পত্র
	৮। নামফলক

বিঃদ্রঃ

- শার্টের বাম পকেটে প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।
- বেল্ট কোনক্রমেই বড় বকলেস যুক্ত ও ফ্যাশনেবল হবে না।
- বডি ফিটিং শার্ট, প্যান্ট কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- শার্ট-এ এ্যাপুলেট থাকবে।
- ছেলেদের প্যান্ট নাভী বরাবর বা তার উপরে পরতে হবে।
- ছেলেদের প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার চুল কাটা বাধ্যতামূলক। চুলের ছাঁট ছোট হবে।

ছাত্রীদের পোশাক

(১ম হতে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। সাদা হাফ প্যান্ট	১। সাদা সালোয়ার
২। সাদা শার্ট তার উপর ফ্রক স্কাই ব্লু (টেট্রন)	২। সাদা শার্ট তার উপর ফ্রক স্কাই ব্লু (টেট্রন)
৩। কেড্স (প্লেইন সাদা)	৩। ফুল হাতা কার্ডিগান-নেভি ব্লু
৪। মোজা (প্লেইন সাদা)	৪। কেড্স (প্লেইন সাদা)
৫। পরিচয়পত্র	৫। মোজা (প্লেইন সাদা)
৬। নামফলক	৬। পরিচয়পত্র
	৭। নামফলক

(৪র্থ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। সাদা সালোয়ার	১। সাদা সালোয়ার
২। কামিজ স্কাই ব্লু (টেট্রন)	২। কামিজ স্কাই ব্লু (টেট্রন)
৩। সাদা দোপাট্টা (ক্রস)	৩। সাদা দোপাট্টা (ক্রস)
৪। কেড্স (প্লেইন সাদা)	৪। ফুল হাতা কার্ডিগান- নেভি ব্লু
৫। মোজা (প্লেইন সাদা)	৫। কেড্স (প্লেইন সাদা)
৬। পরিচয়পত্র	৬। মোজা (প্লেইন সাদা)
৭। নামফলক	৭। পরিচয়পত্র
	৮। নামফলক
এ্যাপ্রোন (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	

(১১শ হতে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত)

গ্রীষ্মকালীন (১ এপ্রিল-১৪ নভেম্বর)	শীতকালীন (১৫ নভেম্বর- ৩১ মার্চ)
১। সাদা সালোয়ার	১। সাদা সালোয়ার
২। সাদা ফ্রক (টেট্রন)	২। সাদা ফ্রক (টেট্রন)
৩। সাদা দোপাট্টা (ক্রস)	৩। সাদা দোপাট্টা (ক্রস)
৪। কেড্স (প্লেইন সাদা)	৪। ফুল হাতা কার্ডিগান- নেভি ব্লু
৫। মোজা (প্লেইন সাদা)	৫। কেড্স (প্লেইন সাদা)
৬। পরিচয়পত্র	৬। মোজা (প্লেইন সাদা)
৭। নামফলক	৭। পরিচয়পত্র
	৮। নামফলক

বি: দ্র:

- ফ্রক / কামিজ হাটু পর্যন্ত লম্বা ও ঢিলেঢালা হবে। কামিজের বাম হাতায় প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।
- কামিজের দুই পাশের কাটা ১ ফুটের বেশি হবে না।
- কোন অবস্থাতেই সালোয়ারের জোড়া দেখা যাবে না।
- ছাত্রীরা বড় চুল বেণী করবে এবং ছোট চুল কালো রাবার ব্যান্ড দিয়ে ঝুটি করবে।
- কোন ধরনের ফেন্সি ক্লিপ, ব্যান্ড, পাঞ্চ ক্লিপ ব্যবহার করা যাবে না।
- কোন প্রকার মেহেদী, লিপস্টিক, লিপগ্লস, নেইল পলিশ, কাজল এবং অন্য কোন প্রসাধনী সামগ্রী ও অলংকার ব্যবহার করা যাবে না।
- ফ্রক/কামিজে এ্যাপুলেট থাকবে।

শীতকালীন

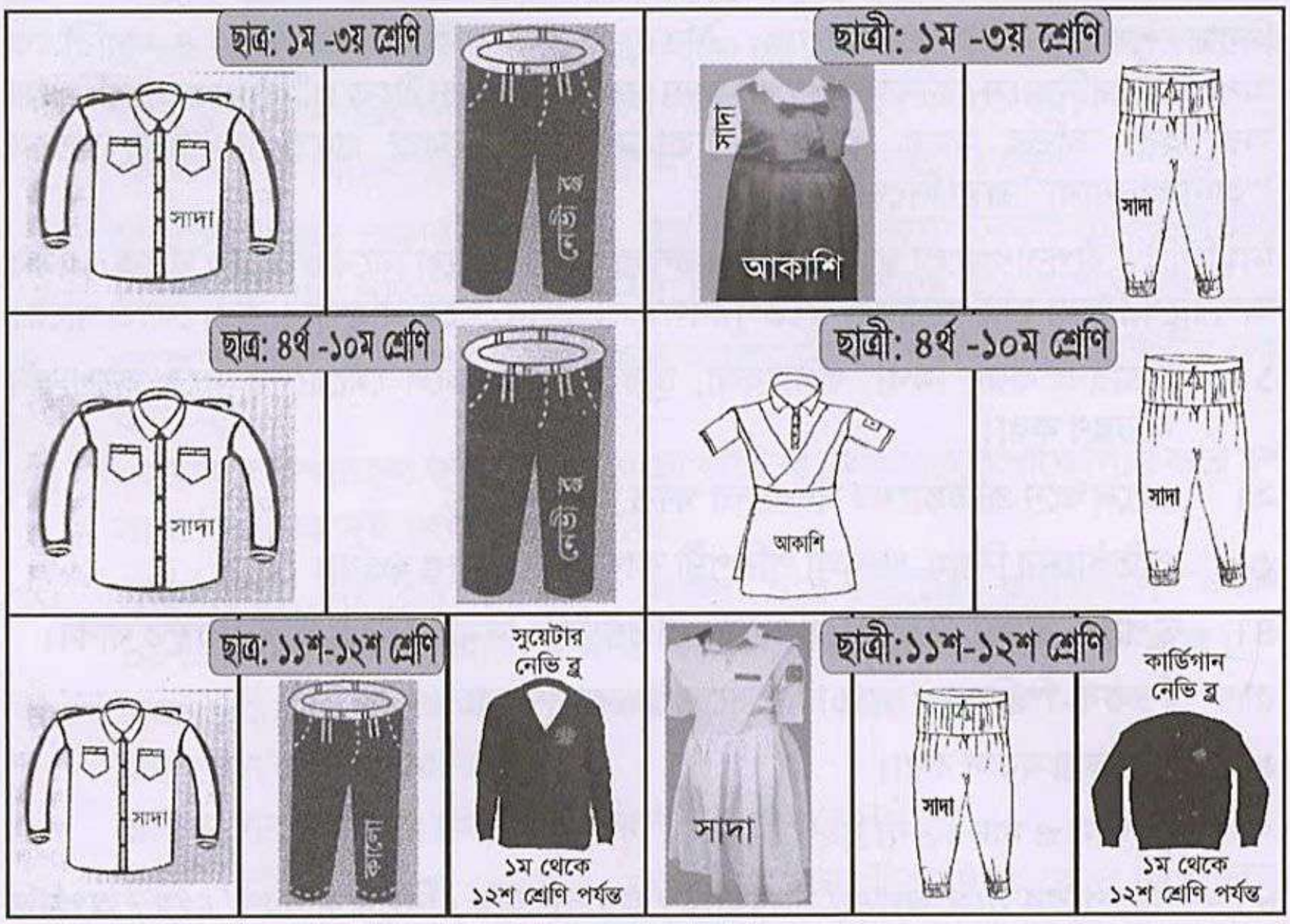
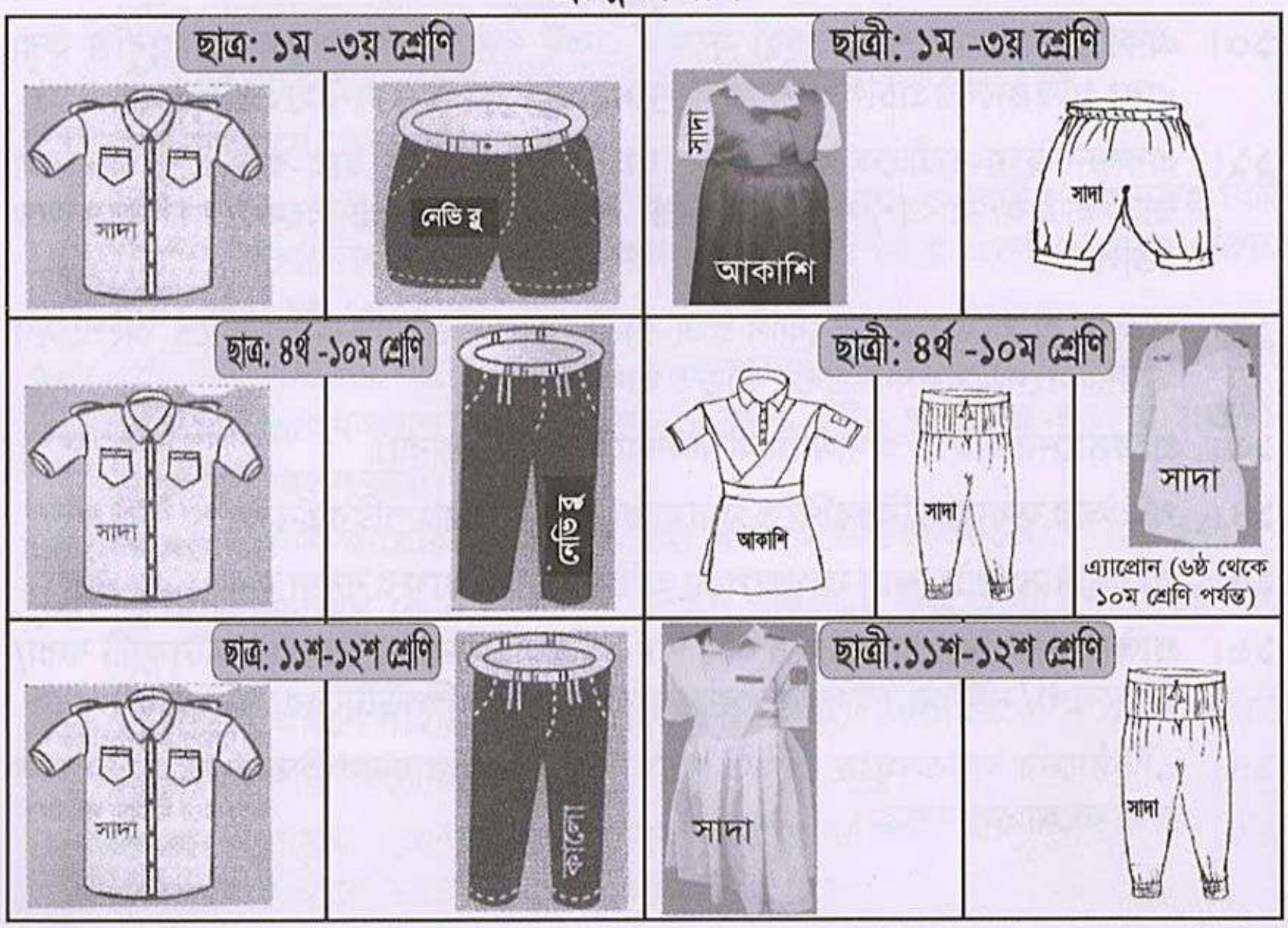
গ্রীষ্মকালীন